"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
সাধারণ প্রশাসনিক শাখা

নং-কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/III-১২৯০(অংশ-৪)/২২-১১৬৫ তারিখ-৬/০৬/২০২২খ্রিঃ

বিষয় ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ৩য় ত্রৈমাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ০৫/০৪/২২খ্রি. তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০২.২২-৩৬১(১/৩০)নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৮/০৩/২০২২খ্রি. তারিখ স্থানীয় সরকার বিভাগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ৩য় ত্রৈমাসিক সভায় গৃহিত ৪নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি বিধি মোতাবেক চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ ০৩(তিন)...... ফর্দ।

৬/৬/২২

মেয়র প্যানেলের সদস্য/সম্মানিত কাউন্সিলর
ওয়ার্ড নং-
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

মোঃ আজমুল হক
সচিব (উপসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ফোন-০২৪৪৭-৭২০৪৭৬

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। নির্বাহী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। আই.টি ম্যানেজার, কেসিসি (কেসিসি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার অনুরোধ করা হলো)।
৭। সি এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৮। সংশ্লিষ্ট নথি।

D:\c-My Documents\Secratary\Sarok-Sec.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয়: স্থানীয় সরকার বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ৩য় ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিনিয়র সচিবের রুটিন দায়িত্বে)
সভার তারিখ ও সময়	:	২৮ মার্চ ২০২২ (সোমবার), বেলা ৩:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	জুম প্ল্যাটফর্ম

সভার আলোচনা:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, শুদ্ধাচার কৌশলপত্র বাস্তবায়নে আমাদের স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে পরিচালনার করার বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণ মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভাটি পরিচালনা করার জন্য শুদ্ধাচার বিষয়ক এ বিভাগের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) কে আহ্বান করেন।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) জনাব মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ২য় ত্রৈমাসিক সভার সিদ্ধান্তসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় ২য় ত্রৈমাসিক সভার সিদ্ধান্তসমূহ Confirm (দৃঢ়ীকরণ) করা হয়। তিনি ২য় ত্রৈমাসিক সভার সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে সভাকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানান।

৩. জনাব পলাশ কান্তি বালা, রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সভায় জানান, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় কর্তৃক প্রতি সপ্তাহের বুধবার গণশুনানী (Public Hearning) গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি নির্দেশনা থাকায় এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে শীঘ্রই সংশোধিত বিধিমালা প্রণয়ন করা হবে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজ ও জনবান্ধব (User-friendly) করে আপগ্রেড করার লক্ষ্যে আইটি এক্সপার্ট কর্তৃক সফট্ওয়্যার আপগ্রেডেশনের কার্যক্রম চলছে। সফট্ওয়্যার আপগ্রেডেশন সম্পন্ন হলে তা সিস্টেমে ইনস্টল করা হবে। চলতি অর্থ বছরে প্রায় ৩ কোটির বেশি নিবন্ধন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই নিবন্ধন ফি বাবদ প্রাপ্ত আয় সরকারি কোষাগারে জমা হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কাজে ব্যবহৃত কাগজ ও প্রিন্টারের কালি ইত্যাদির ব্যয় বাবদ সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

৪. জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান, উপসচিব (বাজেট ও প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, বর্তমানে A-chalan এর মাধ্যমে সকল ব্যাংক হতে সরকারি ফি জমা প্রদান করা যায়। জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের ফি শুধুমাত্র সোনালী ব্যাংকের পরিবর্তে সকল তফশীলি ব্যাংকের চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে জমা প্রদানের জন্য জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়গুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা যায়। অপরদিকে, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি বাবদ প্রাপ্ত আয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় হিসেবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অসম্মতি রয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কাজে ব্যয়ের লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে 'জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন খাতে' ১৩.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আগামী ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য এ খাতে ২৪.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কাজে ব্যয় করতে পারবে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ আইনে সেবার বিপরীতে মাশুল আদায়ের বিধান থাকায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি এর সাথে অতিরিক্ত ১০ টাকা করে সেবামূল্য বা মাশুল হিসেবে আদায় করা যেতে পারে।

৫. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ফরিদ আহম্মদ জানান, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য। অপরদিকে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত অর্থ সরকারের প্রাপ্য। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সিটি কর্পোরেশনের আয়

হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র অর্থ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব । সাথে আলোচনা করেছেন। অর্থ বিভাগ হতে জানানো হয়েছে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা সংশোধন করা হলে এবং উক্ত বিধিমালার সাথে স্থানীয় সরকার আইনের কোন সাংঘর্ষিকতা না থাকলে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য করা যাবে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা বহাল থাকলে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংশোধন করে নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত ২৫ টাকা বা ৫০ টাকা হারে সার্ভিস চার্জ হিসেবে আরোপ করা করা যেতে পারে। তিনি আরও জানান, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সার্ভার প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘন্টা ডাউন থাকার কারণে সেবা নিতে আসা সকল নাগরিকদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। এ সমস্যাটি দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

৬. জনাব নুমেরী জামান, যুগ্মসচিব (পলিসি সাপোর্ট) সভায় জানান, সঞ্চয় অধিদপ্তরের পণ্য কমিশনভিত্তিক ভাবে ডাকঘর এবং ব্যাংকগুলো বিক্রি করে থাকে। একইভাবে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কাজের সাথে যেহেতু ব্যয়ের বিষয়টি জড়িত সেহেতু এ কাজটিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনভিত্তিক করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. জনাব পলাশ কান্তি বালা, রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সভায় জানান, ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে জনসংখ্যার ঘনত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের পরিবর্তে ওয়ার্ডভিত্তিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। অঞ্চলভিত্তিক হওয়ায় ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের সংখ্যা কম। সে কারণে এই দু'টি সিটি কর্পোরেশন অন্যান্য সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন খাত সবচেয়ে কম বরাদ্দ পেয়ে আসছিল। বর্তমানে তাদের বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে প্রায় ২.৫ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃক হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রকিউরম্যান্ট করা হয়েছে। জুন/২০২২ মাসের মধ্যে এটি ইন্সটল করা হয়ে গেলে সার্ভার ডাউন হওয়ার সমস্যাটি কমে যাবে।

৮. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সচিব জনাব মোহাম্মদ মাসুদ আলম ছিদ্দিক জানান, সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনের প্রয়োজন হলে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হতে একটি ফরওয়ার্ডিং নিয়ে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি) ঢাকা জেলার কার্যালয়ের মাধ্যমে তা সংশোধন করতে হয়। ডিডিএলজি-গণের বদলিজনিত কারণে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে তথ্য সংশোধনে অনেক বিলম্ব হয়। নাগরিক সুবিধা প্রদানের সুবিধার্থে সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয় বা প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনের সুযোগ রাখার জন্য তিনি সভায় প্রস্তাব করেন।

৯. জনাব পলাশ কান্তি বালা, রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সভায় জানান,জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদানের ৯০ দিনের মধ্যে তা সংশোধনের সুযোগ নিবন্ধকের কার্যালয়ে রাখা হয়েছে। সনদ সংশোধনের প্রয়োজন হলে উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন না করা হলে সেক্ষেত্রে নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে সংশোধন করতে হবে মর্মে আইনে বিধান রয়েছে। বর্তমানে ডিডিএলজি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের কার্যালয়ে নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনের আবেদন সবচেয়ে বেশি জমা হচ্ছে। নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনের দিকে তারা আরো একটু সময় দিলে ভোগান্তির পরিমাণ কমে আসতে পারে মর্মে তিনি জানান।

১০. ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ ইউসুফ আলী জানান,জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের সার্ভার অধিকাংশ সময়ই ডাউন থাকার কারণে কাঙ্খিত সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটে। তাই সেন্ট্রাল সার্ভার থেকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে রিসেন্ট্রালাইজড করা সম্ভব হলে বিড়ম্বনা অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ইতঃপূর্বে অফলাইনে হওয়া জন্ম নিবন্ধনগুলোর তথ্য সংশোধন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হবে নাকি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে হবে তা নিয়ে জনগণকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। জনভোগান্তি হ্রাসে সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয় বা প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনের সুযোগ রাখার জন্য তিনি সভায় প্রস্তাব করেন। তিনি আরও জানান, সন্তানদের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের প্রয়োজন হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা বা মাতা বা উভয়ের সনদ না থাকায় তাদের নিবন্ধনের তথ্য সংগ্রহ করে নিবন্ধন করা খুবই দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। নাগরিক সেবা প্রদানে এটি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা মর্মে প্রতীয়মান হয়। এটি দূরীকরণে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হলে নাগরিক সেবা প্রদান সহজতর হবে মর্মে তিনি জানান।

১১. জনাব পলাশ কান্তি বালা, রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সভায় জানান, বিধিমালা সংশোধন করে আইন ও বিধিমালার মধ্যে থেকেই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সিস্টেমটি আপডেট করা হচ্ছে। সাধারণ নাগরিকগণ অনলাইনে আবেদন করে অনলাইনে পেমেন্টের মাধ্যমে ঘরে বসেই যেন নিবন্ধন সনদ সংগ্রহ করতে পারে নতুন সফটওয়্যারে সে সুবিধা রাখা হবে।

১২. রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রুহুল আমিন মিঞা জানান, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সফটওয়্যারে জন্ম নিবন্ধন বইটি অটো আপডেট হওয়ার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। এটি সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সভায় অনুরোধ জানান। এ প্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে তাদের সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

১৩. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ফরিদ আহম্মদ বলেন, সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনের জন্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ডিডিএলজি-কে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ডিডিএলজি-গণ নয়। তাই সিটি কর্পোরেশনে জন্ম নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মাননীয় মেয়র অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে ক্ষমতা প্রদান করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধিটি সংশোধন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি জানান। এতে নাগরিক সেবা প্রদান সহজতর হবে এবং জনভোগান্তি অনেক কমে আসবে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাও উক্ত প্রস্তাবে একমত পোষণ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

১৪. সভাপতি এ পর্যায়ে অংশীজনের অভিযোগ/পরামর্শ পর্ব শুরু করার জন্য আহ্বান জানান এবং সভায় সংযুক্ত অংশীজনকে তাদের মূল্যবান মতামত, পরামর্শ বা অভিযোগ থাকলে তা পেশ করার জন্য অনুরোধ জানান।

১৪. জনাব রাশেদুল ইসলাম, সচিব, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাঁও, ঢাকা সভায় জানান, তিনি তার কন্যার পাসপোর্ট ইস্যু করার লক্ষ্যে জন্ম নিবন্ধন সনদে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য অনলাইনে আবেদন সাবমিট করতে পারছেন না। যুগ্ম-রেজিস্ট্রার-এর পরামর্শক্রমে তিনি একটি আবেদনপত্রও দাখিল করেছেন। তিনি জন্ম নিবন্ধন সনদটি দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় অনুরোধ জানান।

১৫. ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সহ-সভাপতি জনাব শংকর সাহা জানান, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা বর্তমানে অনেকটা সমাধান হয়েছে। কিন্তু সার্ভার ডাউনজনিত কারণে জন্ম নিবন্ধন করতে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বা ইএনও এর কার্যালয়ে আসা যাওয়া করে জন্ম নিবন্ধনের তথ্য সংশোধন করতে জনগণকে অনেক ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। জনভোগান্তি হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১৬. ময়মনসিংহ জেলা থেকে জনৈক ব্যবসায়ী জনাব সুলতান মাহমুদ জানান, বর্তমানে স্কুলে ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনে সন্তানদের জন্ম নিবন্ধন সনদ বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি সনদও দাখিল করতে হয়। উক্ত সনদ প্রাপ্তিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে সাধারণ জনগণকে বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। এটি নিরসনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১৭. জনাব মোঃ এনামুল হক, পরিচালক, স্থানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ সভায় জানান, রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলা জন্ম নিবন্ধন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ১ম সারিতে রয়েছে। তিনি জন্ম নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনের কার্যক্রম তদারকি করার স্বার্থে বিভাগীয় পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সফটওয়্যারে পরিচালক বা উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিএলজি বা ডিডিএলজি)দের Access সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। এতে জনভোগান্তি অনেক হ্রাস পেতে পারে মর্মে তিনি জানান। এছাড়া তিনি জানান, রুট লেভেল থেকে জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সেন্ট্রালি মেটা ডাটাকে কাস্টমাইজড করে ডাটা জেনারেট করতে হয়। এর পরিবর্তে সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ইউনিয়ন থেকে ইউএনও, ইউএনও থেকে ডিডিএলজি এবং ডিডিএলজি থেকে বিভাগীয় কার্যালয় এভাবে রুট লেভেলে ডাটা এনালাইসিসের মাধ্যমে নিবন্ধনের কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্ভব হলে রেজিষ্ট্রার জেনারেলের কাজ অনেক সহজতর হতে পারে মর্মে তিনি জানান।

১৮. জনাব পলাশ কান্তি বালা, রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এ পর্যায়ে সভায় জানান, রাজশাহী বিভাগের পরিচালক, স্থানীয় সরকার এর প্রস্তাবিত পদ্ধতিতেই রুট লেভেল থেকে ডাটা কেন্দ্রীয় ডাটায় ত্রৈমাসিকভাবে আসার বিষয়ে জন্ম নিবন্ধন আইনে উল্লেখ রয়েছে। শুধুমাত্র বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং সিটি কর্পোরেশনের ডাটা রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে সরাসরি আসার সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য রুট লেভেলের ডাটাগুলো নির্দিষ্ট পথ হয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে আসার কথা। কিন্তু রুট লেভেলের কার্যালয়গুলো হতে সেভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ডাটা আসেছে না। তাই রুট লেভেলের জন্ম নিবন্ধন কার্যালয়গুলো হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ডাটাবেজের তথ্য নির্দিষ্ট পথে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক তদারকি করা প্রয়োজন মর্মে সুপারিশ করেন।

১৯. **সভার সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনার শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি সপ্তাহে একদিন (বুধবার) গণশুনানী (Public Hearning) গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রধান (সকল)]
২।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংস্কার/সংশোধনের বিষয়ে গৃহিত কার্যক্রমের অগ্রগতি আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে এবং যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে সংশোধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
৩।	দ্রুততম সময়ের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সফট্‌ওয়্যার/সিস্টেম সহজ ও জনবান্ধব উপযোগী করে আপগ্রেড করতে হবে এবং সার্ভার ডাউন যাতে না হয় সে বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন
৪।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি'র অর্থ দেশের যে কোন তফশীলি ব্যাংকে/ A-chalan এর মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	সিটি কর্পোরেশন (সকল) পৌরসভা (সকল) ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)।
৫।	জন্ম নিবন্ধনের তথ্য সংশোধন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে নিবন্ধনের তথ্য সংশোধনকারী কর্তৃপক্ষ তথা উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি) এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৬।	রুট লেভেলে জন্ম নিবন্ধন কার্যালয়গুলো হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ডাটাবেজের তথ্য নির্দিষ্ট পথে রেজিষ্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

২০. পরিশেষে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০৪/০৪/২০২২ খ্রি:
(মরণ কুমার চক্রবর্তী)
অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
(সিনিয়র সচিবের রুটিন দায়িত্বে)

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০২.২২-৩৬১(১/৩০)

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪২৮ / ০৫ এপ্রিল ২০২২

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল)/মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২. যুগ্মসচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার .... বিভাগ (সকল)।
৪. উপসচিব (প্রশাসন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান:

১. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর/ ঢাকা দক্ষিণ/ গাজীপুর/ সিলেট সিটি কর্পোরেশন।
৩. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা/রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ঢাকা।
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা।
৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/নারায়ণগঞ্জ/কুমিল্লা/রংপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪. অফিস কপি।

২৫/০৪/২০২২

(মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
মুঠোফোন: ০১৭১৬-৪২৬১২০
ইমেইল: lgcc1@lgd.gov.bd